খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ২৮শে নভেম্বর ২০১৪ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা দুর্বল । আর শত্রু অত্যন্ত শক্তিশালী । শত্রুর মোকাবেলার জন্য জাগতিক কোন শক্তি নেই, উপায়-উপকরণও নেই । অন্য কোন মাধ্যমও নেই। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে এছাড়া অন্য কোন আল্লাহর সামনে ঝোঁকার কোন উপায় নেই। আর ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে আল্লাহতা'লার দ্বারেই যেন আমরা মস্তক অবনত করি।

তাশাহ্হুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন,

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এক জায়গায় লিখেছেন, ইস্তেয়ানাত অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লা কাছে সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সত্যিকার অর্থে যার কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত মানুষের তিনি হলেন, আল্লাহ্ । অর্থাৎ নিজেদের কাজের সম্পূর্ণতা এবং পরিপূর্ণতা আর কার্য সিদ্ধির জন্য যদি কারো সাহায্যের প্রয়োজন থেকে থাকে তাহলে সেই সত্তা হলেন, আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত অর্থে তোমাদের সাহায্য করতে পারেন বা সাহায্য করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন আর সাহায্য করে থাকেন ।

এ কথাটি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন প্রকৃত মুমিনের এটি সদা-সর্বদা সামনে রাখা উচিত । সেই সাহায্য চাওয়া ব্যক্তিগত প্রয়োজনে হোক বা সমষ্টিগত হোক বা জামাত সংক্রান্ত হোক না কেন । কিন্তু আমরা কার্যত যা দেখি তা হল, এর গুরুত্ব সত্ত্বেও সচরাচর এদিকে মানুষের মনোযোগ এদিকে থাকে না, যতটা থাকা উচিত ততটা নেই । আমাদের অধিকাংশই এমন যারা বাহ্যত বলে যে, আল্লাহ্তা'লা অনেক বড় কৃপা করেছেন, আমার চাহিদা পূর্ণ হয়েছে । কিন্তু গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে যদি মানুষ আত্মজিজ্ঞাসা করে, আত্মবিশ্লেষণ করে তাহলে চাহিদা পূরণের যে বিভিন্ন উপায় এবং মাধ্যম আছে, সেগুলোকে চাহিদা পূরণের বা কার্য সিদ্ধির কারণ বা উপায় মনে করে ।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) এক জায়গায় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে এমন অনেক উপলক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন, যে পর্যায়ে মানুষ মনে করে, বিশ্বাস করে যে, বিভিন্ন মানুষ আমাদের সাহায্য করেছে বা আমাদের কাজে এসেছে বা মনে করে যে, বাহু বলে সে নিজের লক্ষ্য অর্জন করেছে । মানুষ যখন মনে করে যে, আমি সকল চাহিদা বা সকল প্রয়োজন নিজেই মিটাব, নিজেই পূর্ণ করব । নিজের শক্তি, জ্ঞান এবং বুদ্ধির জোরে সে সেই সকল চাহিদা পূর্ণও করে, চাহিদা পূরণ হয় । আর সে মনে করে, দেখ! আমি আমার যোগ্যতা, মেধা, শক্তি বলে আমার সমস্যার আমি নিজেই সমাধান করেছি । আর এটি নিয়ে সে অহংকার করে, গর্ব করে যে, আমি কারো সাহায্য নেই না বা কারো কাছ থেকে আমি সাহায্য নেই নি । কিন্তু অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সে সম্মুখীন হয় যখন সে নিজের চাহিদা বা অভাব নিজেই পূরণ করতে পারে না, বহিরাগত সাহায্যের তার প্রয়োজন হয়, তখন তার দৃষ্টি আত্মীয়-স্বজনের দিকে যায়, স্বজনের দিকে নিবদ্ধ হয়, তাদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়, আর তারা তাকে সাহায্য করেও । তখন সে ভাবে যে, আত্মীয়তা আসলে ভালো জিনিস । আজকে যদি আমার এই আত্মীয়-স্বজন না হত তাহলে আমার এই চাহিদা পূরণ হত না । এছাড়াও অনেক সময় যে পরিস্থিতি দেখা দেয় তা হল, মানুষের পরিবার-পরিজন বা যাদের সাথে তার সম্পর্ক থাকে বা আত্মীয়-স্বজন তার কাজে আসে না বা করে না বা সাহায্য করতে পারে না তখন সে দৃষ্টিপাত যদি করে তাহলে তার চোখ পড়ে বন্ধু-বান্ধবের উপর বা যাদের সাথে মেলামেশা করে তাদের উপর । সে মনে করে যে, এরা আমার কাজে আসতে পারে এবং তাদের কাছ থেকে তাদের সাহায্য নেয় এবং তারা সাহায্য করেও । আর সে মনে করে বন্ধু-বান্ধব থাকা ভালো কথা যারা বিপদে কাজে আসে । আরেকটি যুগ এমনও এসে থাকে যখন বন্ধুদের কাছে সাহায্যের হাত পাতলে তারাও অপারগতা ব্যক্ত করে । বৈধ অপারগতা হোক বা তাকে এড়ানোর উদ্দেশ্যে হোক । এক কথায় যাই হোক না কেন বন্ধু তার কোন কাজে আসে না বা আসতে পারে না । অনেক সময় পরিস্থিতি এমনও হয়ে থাকে যে, সাহায্যকরা বন্ধুদের সাধ্যের বাইরে হয়ে থাকে । তাদের নাগালের বাইরে থাকে সে কাজ যে কাজের জন্য সাহায্য চাওয়া হচ্ছে । এমন পরিস্থিতিতে সে কিছু সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনার কাছে ধরনা দেয় । সে সেই জামাত বা ব্যবস্থাপনা যার সাথে তার সম্পর্ক তাকে সাহায্য করে থাকে বা সাহায্য দিয়ে থাকে । আর কাজ যখন হয়ে যায় তার চাহিদা পূরণ হয়ে যায় । আর বরং

সেই চাহিদা পূরণ হতে থাকে একের পর এক। সে মনে করে জামাত বা কোন ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকা ভাল কথা আর সে কারণে কোন জামাত বা কোন ব্যবস্থাপনার সাথে তার সম্পৃক্ততা দৃঢ় হয়। বরং আমি দেখেছি, এ কারণে অনেকে হোঁচটও খায় যে, অমুক সময় আমি জামাতের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম কিন্তু জামাত আমাকে সাহায্য করে নি।

যাইহোক এটি সত্য কথা যে অনেকের ইচ্ছা অনুসারে যদি কাজ হয় বা তাদেরকে যদি সাহায্য করা হয় তা জামাতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার কারণ হয়ে থাকে। এছাড়া কিছু মানুষের জীবনে এমন সময়ও আসে যখন তাদের পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-সজন এমন কি কিছু বিধি-নিষেধ এবং বাধ্য-বাধকতার কারণে জামাতও সাহায্য করতে পারে না। বা তার কাজে আসা সম্ভব হয় না। তখন সেই সরকার যার সাথে তার সম্পর্ক সে সরকারের কাছে যায়, সরকার তাকে সাহায্য করে, তখন এমন মানুষের জন্য সরকারই সবকিছু হয়ে থাকে বাকি সব কিছু হয়ে থাকে গৌণ। কিন্তু এ কথাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই যে, এমনও একটি সময় আসে যখন মানুষের নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টাও কোন কাজে আসে না আর আত্মীয়-সজনও কাজে আসে না। বন্ধু কোন কাজে আসে না, জাতি বা কোন ব্যবস্থাপনাও কোন কাজে লাগে না। সরকার বা মানবিক সহানুভূতিশীল সংগঠনগুলো সফলতার কারণ হতে পারে না বা সফলতা আনতে পারে না। বা সফলতা লাভ হওয়ার কোন সম্ভাবনা তারা দেখে না এগুলোর মাধ্যমে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কোন মানুষ অর্থাৎ সকল পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যদি সফলতা লাভ করে তাহলে সে মনে করে আমার সফলতা নিশ্চই কোন অদৃশ্য হাতে লাভ হয়েছে। অদৃশ্য সাহায্যের উপর যতটা মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে ততই সে সফলতাকে খোদার প্রতি আরোপ করে। যদি আল্লাহর সত্তায় তার ঈমান থাকে তবে সে বলে আল্লাহ্ই আমাকে সাহায্য করেছে। কিন্তু যারা জ্ঞান রাখেনা বাহ্যিকতাকেই প্রধান বলে মনে করে আর আল্লাহর দিকে তাদের দৃষ্টি যায়না কিন্তু এই সকল পথগুলো যখন ব্যর্থ হয় তখন আল্লাহর কথা মনে পড়ে কেননা তখন তাকে মনে করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। এমন নৈরাশ্যকর পরিস্থিতীতে কোরআন বলে যে যারা নাস্তিক এবং প্রতিমা পূজারীরাও নিরূপায় হয়ে আল্লাহর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে। আল্লাহতা'লা কোরআন শরীফে বলেন **ওয়া ইযা মাস্‌সাকুম আদ্দুর্‌রু ফিল বাহরে দাল্‌লা মান তাদউনা ইল্লা ইয়া ফালাম্মা নাজাকুম ইলাল বাররে আরাদ্‌তুম ওয়া কানাল ইনসানু কাফুরা** অর্থাৎ সমুদ্রে যখন তোমরা কোন সমস্যায় নিপতিত হও তখন তিনি ব্যতীত যাদেরকেই তুমি ডাক তারা তোমাদের সঙ্গ ছেড়ে দেয় তোমাদেরকে একা রেখে চলে যায়। যখন তিনি তোমাদেরকে স্থলে নিয়ে আসেন তোমরা তাকে অবজ্ঞা কর আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। অতএব তুফান এবং সমস্যার সময় আল্লাহতা'লা বলছেন তোমরা তাকে ডাক আর যখন মুক্তি পাও তখন আবার তাকে ভুলে যাও। এটি মানুষের স্বভাব বা ফিত্‌রত। কঠিন মুহূর্তে অত্যন্ত বিনয় হয়ে আল্লাহতা'লার কাছে যাচনা করে আর অন্যান্য সাহায্যকারীদের কথা ভুলে যায়। যদি এই কঠিন মুহূর্ত থেকে মুক্তি পায় তবে তারা আল্লাহকেই সাহায্যকারী হিসেবে জ্ঞান করবে তাকেই তারা ডাকবে কিন্তু সেই বিপদ কাটতে না কাটতেই আবার তাদের মাঝে জাগতিকতা, অহংকার এবং আত্মশ্লাঘা দানা বাঁধে। তাই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ এবং স্বার্থপর।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এমন লোকদের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যারা আল্লাহকে মানেনা অথচ কঠিন মুহূর্তে তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর নামই বের হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগে যখন তিনি ভুমিকম্পের ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন অনেক বড় বড় ভুমিকম্প তখন দেখা দিয়েছে। তখন লাহোর মেডিকেল কলেজের ছাত্র যে প্রতিদিন তার সহপাঠীদের সাথে আল্লাহতা'লার পবিত্র সত্ত্বা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হত বরং হাসি ঠাট্টা এবং উপহাস পর্যন্ত পৌঁছে যেত ভুমিকম্পের সময় সে যে কক্ষে ছিল সে বুঝতে পারছিল তার ছাদ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। যখন সে বুঝতে পারলো এখন আর কেউ রক্ষা করতে পারবেনা যেহেতু সে হিন্দু পরিবারের ছিল তার মুখ থেকে অবলিলায় রাম রাম শব্দ বের হতে থাকে। পরের দিন তার বন্ধুরা তাকে জিজ্ঞেস করে সেদিন তোমার কি হয়েছিল তুমিতো খোদাকে মানোনা রাম রাম বলে হৈচৈ করছিলে কেন। হিন্দুদের মধ্যে রাম শব্দটি আল্লাহতা'লার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তখন সে বলে জানিনা কি হয়েছিল আমার বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। অতএব যতক্ষণ মানুষের চোখের সামনে অন্যকোন মাধ্যম থাকে যেগুলোর মাধ্যমে তার কার্যসিদ্ধি হয় তখন সে সেগুলোর উপরই দৃষ্টি স্থির রাখে। চতুর্দিক থেকে যখন নিরাশ হয়ে যায় কোন বাহ্যিক উপকরণ যখন না থাকে তখন খোদার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তখন আল্লাহতা'লাকে ডাকে তার প্রশংসা করতে থাকে আর আল্লাহর সামনে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে থাকে। মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরেকটি ঘটনা শোনাতেন বরং নিজেই বলেছেন যে, বেশ কয়েকবার আমি এটি শুনিয়েছি। এমন পরিস্থিতিতে নাস্তিকও আল্লাহর উপর ঈমান আনে। ঘটনা যেভাবে ঘটেছে তাহলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১৯১৮ সনে জামার্নি সর্বশক্তি একত্রিত করে মিত্রবাহিনীর উপর হামলা করেছে তখন ইংরেজদের উপর বা মিত্রবাহিনী এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে যখন বাচাঁর কোন পরিস্থিতি ছিলনা। অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন ছিল। সাত মাইল দীর্ঘ প্রতিরক্ষা লাইন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সেনাবাহীনির একঅংশ একদিকে অন্যঅংশ অন্যদিকে সংকুচিত হয়ে যায়। এতবড় শুন্যতা দেখা দেয় যে

জার্মান বাহীনি মাঝথেকে খুব সহজেই প্রবেশ করে পিছন দিক থেকে এসে আক্রমণ করতে পারতো। আর ইংরেজ বাহীনিকে ধ্বংস করা সম্ভব ছিল। তখন ফ্রন্টে যেই জেনারেল ছিল সে কমান্ডার ইন চিফকে সংবাদ পাঠালো আমার কাছে সৈন্য নেই এই হলো পরিস্থিতি। এই দ্বীধা বিভক্ত সারি শুধরানো এবং সংশোধন আমার সাধ্যের বাহিরে । এটি এমন পরিস্থিতী ছিল যখন সে মনে করতো যে আজকে আমাদের সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের নাম চিন্হ ও অবশিষ্ট থাকবেনা। এমন সময় যখন কমান্ডারের টেলিগ্রাম পৌছে চরম পরিস্থিতী ছিল যে, ধ্বংস এখন মাথার উপর দাড়িয়ে আছে। কমান্ডারের এই টেলিগ্রাম যখন পৌঁছে তখন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীবর্গকে নিয়ে মিটিং করছিলেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ নিচ্ছিলেন। যখন এই সংবাদ পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী কী বা করতে পারতেন। অতিরিক্ত কোন সৈন্য ছিল না তার কাছে আর থাকলেও স্বল্পতম সময়ে সেখানে সৈন্য পাঠানো সম্ভবও ছিলনা। তখন তাদের সবচেয়ে বড় নেতা এবং সরদার যে নিজের শক্তি ক্ষমতার অহংকারে মত্ত থাকত এবং মনে করত আমরা মিত্র বাহিনী আমরা জয় যুক্ত হব। সে তখন অনুভব করেছে যে, এখন বাহ্যিক কোন সাহায্য করা সম্ভব নয় এমন কোন বাহ্যিক সাহায্য লাভ করা সম্ভব নয় যা এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। সে সাথীদের দিকে তাকায় এবং বলে, আস আমরা সবাই আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহর সাহায্য যাচনা করি। সবাই তখন নত যানু হয়ে দোয়া আরম্ভ করে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রঃ) বলেন যে এটি অসম্ভব নয় যে, সেই দোয়ার ফলে তারা সেই ধ্বংসযোগ্য এড়াতে পেরেছে। তো আমি যে আয়াত পড়েছি আল্লাহতা'লা এ আয়াতে বলেন যে, কঠিন সময়ে অন্য সবাই তোমাদের নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে শুধু আল্লাহর সত্তাই তোমাদের সাথে থাকে কাজে আসে। বরং আল্লাহতা'লা বলেন উৎকণ্ঠার সময়কার দোয়াই গৃহীত হয় নাস্তিক সেই দোয়া করুক না কেন। আল্লাহতা'লা নাস্তিকদেরকে নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়ার জন্য নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন যদি তার সৌভাগ্য হয় সেই নিদর্শনই তার পরিণামকে শুভ করার কারণ হয়।

সবকিছুর বলার উদ্দেশ্য হলো, বস্তুবাদী মানুষও সমস্যার সময় যখন আর কোন উপায় থাকেনা তখন খোদাতালাকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহনের চেষ্টা করে আর তাদবীর এবং পরিকল্পনা তো আছেই। তো যারা বস্তু পূজারী তারা যদি এমন আচরন করতে পারে, তাহলে যাদের দাবী এবং ওঠা-বসা হলো আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তায় দৃষ্টি রাখা, তার দিকে চেয়ে থাকা এবং হওয়া উচিৎ। তাদের এদিকে কতটা মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন যা আমাদের দৃষ্টি যেন সবসময় আল্লাহ্‌র সত্ত্বায় বা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা একারনে আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন যা নামাযে পড়ার নির্দেশ রয়েছে। আর প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকাতে পড়ার নির্দেশ রয়েছে যেন, কখোনো আমাদের দৃষ্টি যেন খোদা থেকে বিচ্যুত না হয়। কখনো জাগতিক সাপোর্টের প্রতি যেন আমরা দৃষ্টি না রাখি। কখোনো এটি যেন না ভাবি যে, জাগতিক সাহায্য সমর্থন এবং সাপোর্টের প্রতি প্রথমে দৃষ্টি দাও, আল্লাহ্‌র প্রতি পরে। হাঁ বাহ্যিক চেষ্টা প্রচেষ্টার আল্লাহ্‌ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন এব্যং সেই চেষ্টা- প্রচেষ্ঠা থাকা উচিৎ। কিন্তু নির্ভর করা উচিৎ সমপুর্নভাবে আল্লাহ্‌র পবিত্র স্বত্তার উপর । এমনটি হওয়া উচিৎ নয়, বরং সব নামাযের, সব রাকাতের জন্য এ দোয়া শিখিয়ে আল্লাহ্‌ তালা এটি বলেছেন যে, আমার প্রতি, শুধু আমার প্রতি তোমাদের দৃষ্ট থাকা উচিৎ। আর সেই দোয়া হলো, ইয়্যা কানাবুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্‌তাঈন । একটি দীর্ঘ হাদীস রয়েছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, বান্দা যখন ইয়্যা কানাবুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্‌তাঈন দোয়া পড়ে তখন আল্যাহ বলেন যে, এই আয়াত আমি আমার এবং আমার বান্দাদের মাঝে ভাগাভাগি করে নিয়েছি , ভাগ করে নিয়েছি । আমার বান্দা যা কিছু চেয়েছে বা চায় আমি তাকে দিবো। অতঅব এটি কি মুসলমানদের সৌভাগ্য নয় যে, আল্লাহতা'লা দোয়া গ্রহণের নিশ্চয়তা দিচেছন, দোয়া কবুলিয়্যতের নিশ্চয়তা দিচেছন। কিন্তু এটি তখন স্থায়ী, নিশ্চয়তায় রূপ নিতে পারে যখন ইবাদতের প্রতি, আরো বিশুদ্ধ চিত্তে ইবাদতের প্রতি মনোযোগ, দৃষ্টি থাকবে, আর স্থায়ীভাবে থাকবে। শুধু কঠিন পরিস্থিতির সময় যেন দোয়া করা না হয়, এটি তো নাসিতকও করে থাকে। এমন দোয়া হওয়া উচিৎ নয়। আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আমরা আহমদী আর যুগ ইমামের হাতে আমরা বয়আতের অঙ্গিকার করেছি। আমরা আমাদের প্রতিটি কথা ও কর্মকে খোদার সন্তুষ্টির অধিনস্থ করার অঙ্গিকার করেছি । আমরা স্বাচছন্দে অস্বাচছন্দে, স্বচছলতায়-অস্বচছলতায় খোদাতালার কাছে সাহায্য চাওয়া এবং আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্যদের প্রতি বীতশ্রদ্ধতার অঙ্গীকার করেছি। আমাদের অঙ্গীকার রক্ষার জন্য কতটাই **ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন** এর বিষয়টি বোঝা উচিৎ। আমরা নিমজ্জমান নাসিতকের মত আল্যাহকে ডাকবনা , আমরা অন্যদের পরম মার্গে মার্গ অর্জনকারী মোমেনদের মত আল্লাহর ইবাদত এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রকৃত বুৎপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করবো, যাদের দাবী হলো আমাদের সকল শক্তি এবং ক্ষমতা এবং আমাদের পূর্ণ ও সত্যিকার শক্তি আল্লাহতা'লার সামনে পুরোপুরি ঝোঁকার মাঝে নিহিত।

আমাদেরকে খতিয়ে দেখতে হবে যে, আমরা এর জন্য কী করবো এবং কী করা উচিৎ বা কী করছি । আমাদের সমূহ ইবাদত এবং আল্লাহতা'লার কাছে সাহায্যের জন্য আকুতি-মিনতির মান কী, তাই যা খোদা বর্ণিত মাপকাঠি সম্মত, নাকি দৈনিক বত্রিশবার ফরয নামাযে তোতার মত **ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন** পড়ি আর কাজ

সেখানেই শেষ । আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা দুর্বল । আর শত্রু অত্যন্ত শক্তিশালী । শত্রুর মোকাবেলার জন্য জাগতিক কোন শক্তি নেই , উপায়- উপকরণও নেই । অন্য কোন মাধ্যমও নেই । এমন পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে এছাড়া অন্য কোন আল্লাহর সামনে ঝোঁকার কোন উপায় নেই । আর **ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন** এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে আল্লাতা'লার দ্বারেই যেন শুধু আমরা ধরনা দিই । আজকে পৃথিবীতে শয়তানী আক্রমণ চরম সীমায় পৌঁছে গেছে । সর্বত্র আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে । মুসলমান হওয়ার যারা দাবীদার তারাও আমাদের শত্রুতায় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে । তাদের প্রশ্ন হলো যুগ ইমামকে আমরা কেন মানলাম । আর শত্রুরাও হিংসা বিদ্বেষে সীমা অতিক্রম করছে । কেননা জামাত পৃথিবীর মনযোগ আকর্ষণের কারণ হচ্ছে । সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ যখন কারও সাহায্যের জন্য দন্ডায়মান হোন তখনই সে সফল হয় । জাগতিক কোন শক্তি তার সফলতাকে ঠেকাতে পারে না । কেননা আল্লাহ্‌র সাহায্য অত্যন্ত ব্যাপক এবং তাঁর শক্তি হলো অসীম, অকুল । আল্লাহ্‌র সত্ত্বাও সীমাবদ্ধ নয় এবং তাঁর গুণাবলীও সসীম নয় । তাই তাঁর সামনে ঝোঁকা এবং বিনত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর কাজ, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়াই প্রত্যেক আহমদীর কাজ ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এক জায়গায় বলেন- "স্মরণ রেখ আল্লাহ্‌তা'লা ভ্রুক্ষেপহীন । যতক্ষণ পর্যন্ত অজস্র ধারায় বারংবার দোয়া না করা হবে তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না । তাই বারবার অজস্র ধারায় দোয়া করার মাঝে আমাদের সফলতার রহস্য নিহিত । এদিকে অনেক বেশী মনযোগ দেওয়া আবশ্যক । আমাদের দোয়া করা উচিৎ যে সমস্যারই আমরা সম্মুখীন তা কোন দলের সৃষ্ট হোক বা কোন সরকারের বা হিংসুকরা সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য সৃষ্টি করলেও, আর এই উদ্দেশ্যে প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করলেও বা অন্য কোন মাধ্যমকে ব্যবহার করা হোক না কেন বা যারা জামাতের নাম ও সম্মানকে পদদলিত করতে চায় তাদের সবার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করুন । আর অন্য কারও কাছে আমরা সাহায্যের আশা রাখি না আর রাখা সম্ভব নয় । এই দোয়া করা উচিৎ যে, **যদি আমাদের দোষ ত্রুটি বা দুর্বলতা আল্লাহ্‌র সেই সাহায্যকে পেছনে ঠেলে দেয় তাহলে আমাদের প্রতি করুণা করত আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করো । আর তোমার অসন্তুষ্টির গন্ডি থেকে বের করে আমদের সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের ওপর তোমার ফযল এবং নেয়ামতের কৃপাবারী সবসময় বর্ষিত হতে থাকে । আর যারা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন এর প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে অবহিত ।**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, দেখ আল্লাহ্‌তা'লা **ইয়্যাকা না'বুদু**-র শিক্ষা দিয়েছেন । মানুষ নিজ ক্ষমতার ওপরও নির্ভর করে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল তাই একই সাথে **ইয়্যাকা নাস্‌তাঈন** শিক্ষাও দিয়েছেন । তিনি বলেন যে, এ কথা মনে করো না যে, আমি যে এই কাজ করি বা কথা বলি নিজ শক্তি বলে করি । মোটেই নয় বরং যতক্ষণ আল্লাহ্‌র সাহায্য না আসবে আর সেই পবিত্র সত্তা যতক্ষণ তৌফিক না দিবেন সামর্থ্য না দিবেন কিছুই সম্ভব নয় । তাই এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য এবং বাস্তবতাকে সবসময় সামনে রাখা উচিৎ । আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবসময় সামনে রাখার এবং বোঝার আর এই অনুসারে জীবন কাটানোর তৌফিক দিন ।

আমি পুনরায় দোয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । পৃথিবীর অবস্থা যত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ অধঃপতিত হচ্ছে দোয়া করুন আল্লাহ্‌তা'লা যেন এই সবকিছু জামাতের উন্নতির সহায়ক করেন এবং এগুলো যেন উন্নতির অন্তরায় না হয় । আর আমরা যেন খোদার ইবাদতকারী হতে পারি এবং তাঁর সাহায্য এবং সমর্থনে যেন আমরা ভূষিত হতে পারি । আর এই ধারা যেন অব্যাহত থাকে ।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla (28-11-2014)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To

.....

.....

From :Ahmadiyya Muslim Mission,Uttar hazipur,Diamond Harbour, 743331, 24 parganas(s), W.B